দৈনিক
আজাদী
স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র
প্রতিষ্ঠাতা : আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল খালেক

মঙ্গলবার | ৪ জুন ২০২৪ | www.edainikazadi.net রেজি. নং-চ-৫৩ | ৬৪তম বর্ষ ২৬২ সংখ্যা | ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ সাল | ২৬ জিলক্বদ ১৪৪৫ হিজরি | ৮ পৃষ্ঠা | ৭ টাকা

প্রিমিয়ার ভার্সিটিতে এভারেস্ট জয়ের গল্প শোনালেন বাবর আলী

সম্প্রতি চট্টগ্রামের সন্তান বাবর আলী পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট এবং পৃথিবীর চতুর্থ উচ্চতর শৃঙ্গ লোৎসে পর্বত জয় করে ফিরেছেন। বাবর আলী দেশের হয়ে ষষ্ঠবারের মতো মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেন। প্রথমবারের মতো কোনো বাংলাদেশি হিসেবে তিনি লোৎসে (৮৫১৬ মিটার) জয় করেছেন।

গতকাল সোমবার প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে 'বাবর আলীর এভারেস্ট জয়ের গল্প' শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা। বিশেষ অতিথি ছিলেন ট্রেজারার প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ। সভাপতিত্ব করেন তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান টুটন চন্দ্র মল্লিক। বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন মুন্নার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ডা. বাবর আলী তাঁর মাউন্ট এভারেস্ট ও

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে মাউন্ট এভারেস্ট জয়ী বাবর আলীকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা ও ট্রেজারার প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ

লোৎসে জয়ের গল্প শোনান। তিনি ২০১৪ সালে প্রথম হিমালয়ে যান উল্লেখ করে বলেন, এভারেস্টের উচ্চতা বেশি, কিন্তু লোৎসে আরোহণ তুলনামূলক কঠিন। এই দুই পর্বতের শিখর থেকে দেখা নিচের পৃথিবীর দৃশ্য এ জীবনে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। আমি এভারেস্ট শীর্ষে এক ঘণ্টা ১০ মিনিট অবস্থান করি। এটা ছিল অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। চূড়া থেকে নেমে আসার সময় এক আহত পর্বতারোহীর জন্য মানবজটের সৃষ্টি হয়। এ কারণে সেখানে প্রায় দেড় ঘণ্টা আটকে থাকতে হয় আমাকে। সেখানে অর্থাৎ সেই উন্মুক্ত এলাকায় শুরু হয় তুষারঝড়ও। তবে বড় কোনো দুর্ঘটনার মুখোমুখি আমাকে হতে হয়নি।

বাবর বলেন, ক্যাম্প-৪ এবং এর ওপরের এলাকায় পর্বতারোহীরা ব্যবহার করেছেন অক্সিজেন সিলিন্ডার। আমি চেষ্টা করেছি অভিযানে যতটা সম্ভব কম কৃত্রিম অক্সিজেন গ্রহণ করতে। এভারেস্ট ও লোৎসে পর্বতে আমার সাথি ছিলেন নেপালের গাইড বাইরে তামাং। বাবর জানান, এভারেস্টে অনেক মরদেহ দেখলেও আমি মনোবল হারাইনি। এর মধ্যে অনেক ইকুইপমেন্ট নতুন, তারা মারা গেছেন বেশিদিন হয়নি। এভারেস্ট সামিট করার ক্ষেত্রে আবহাওয়া বড় ফ্যাক্টর। বাংলাদেশের একজন আবহাওয়াবিদ আমাকে দারুণ সহযোগিতা করেছেন। তিনি 'শিখর থেকে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে আমি নেমে আসি' উল্লেখ করে বলেন, বেসক্যাম্প থেকে কাঠমান্ডু ফিরে আসি মাত্র তিন দিনে। বাবর তার এই সফলতার পেছনে প্রধান কৃতিত্ব তার দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের বলে জানান। বাবর আলী পর্বতারোহণকে সকল খেলার রাজা উল্লেখ করে তার এভারেস্ট ও লোৎসে পর্বতারোহণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেন। প্রধান অতিথি বলেন, অনেক নোবেল বিজয়ীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু এই প্রথম কোনো এভারেস্ট বিজয়ীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। আমি গর্ব অনুভব করছি। প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে আমি তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এভারেস্ট জয়ের ইতিহাসে তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে চট্টগ্রামের নামও খোদিত করলেন। প্রধান অতিথি ম্যালোরি, স্যার এডমন্ড হিলারী ও তেনজিং নোরগে প্রমুখ এভারেস্ট বিজয়ীর কথা তুলে ধরেন। তিনি প্রকৃতি রক্ষার জন্য জলবায়ু সচেতনতার কথা বর্ণনা করেন। বিশেষ অতিথি ড. তৌফিক সাঈদ বলেন, অজানাকে জানার আগ্রহ মানুষের চিরকালের। এই আগ্রহকে সবাই বাস্তবে রূপদান করতে পারেন না। চট্টগ্রামের সন্তান ডা. বাবর আলী। তিনি অনেক বাধা অতিক্রম করে এভারেস্ট ও লোৎসে জয় করেছেন। প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা বাবরের এই দুঃসাহসিক অভিযান থেকে বড় কিছু করার শিক্ষা নিতে পারে। তাকে রোল মডেল হিসেবে বিবেচনা করতে পারে।

সভাপতির বক্তব্যে তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান টুটন চন্দ্র মল্লিক বাবর আলীকে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে এসে তাঁর এভারেস্ট ও লোৎসে জয়ের গল্প শোনানোর জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Ref: Daily Azadi, Date: 04 June 2024, Page: 3, Col: 4
https://edainikazadi.net/index.php?page=1&date=2024-06-4

চট্টগ্রাম মঙ্গলবার ৪ জুন ২০২৪

দৈনিক পূর্বকোণ

মুজিববর্ষে দেশসেরা আঞ্চলিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত

রেজিঃ নম্বর-চ-৮৯ ।। ৩৯তম বর্ষ ১০৬তম সংখ্যা ।। ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ ।। ২৬ জিলকদ ১৪৪৫ হিজরি ।। Tuesday 4 June 2024 ।। ৮ পৃষ্ঠার মূল্য ৭ টাকা

www.dainikpurbokone.net www.edainikpurbokone.net /DailyPurbokone /DailyPurbokone

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে মাউন্ট এভারেস্ট জয়ী বাবর আলীকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা ও ট্রেজারার প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে মাউন্ট এভারেস্ট জয়ী বাবর আলী

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে 'বাবর আলীর এভারেস্ট জয়ের গল্প' শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় গতকাল সোমবার প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা। বিশেষ অতিথি ছিলেন ট্রেজারার প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান টুটন চন্দ্র মল্লিক। বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন মুন্নার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ডা. বাবর আলী তাঁর মাউন্ট এভারেস্ট ও লোৎসে জয়ের গল্প শোনান। তিনি ২০১৪ সালে প্রথম হিমালয়ে যান উল্লেখ করে বলেন, এভারেস্টের উচ্চতা বেশি, কিন্তু লোৎসে আরোহণ তুলনামূলক কঠিন। এই দুই পর্বতের শিখর থেকে দেখা নিচের পৃথিবীর দৃশ্য এ জীবনে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা বলেন, অনেক নোবেল বিজয়ীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু এই প্রথম কোনো এভারেস্ট বিজয়ীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। আমি গর্ব অনুভব করছি। এভারেস্ট জয়ের ইতিহাসে তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে চট্টগ্রামের নামও খোদিত করলেন।-বিজ্ঞপ্তি

Ref: Daily Purbokone, Date: 04 June 2024, Page: 3, Col: 2

https://www.edainikpurbokone.net/index.php?page=1&date=2024-06-4

দৈনিক পূর্বদেশ
Dainik Purbodesh

মঙ্গলবার
চট্টগ্রাম
৪ জুন ২০২৪
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
২৬ জিলকদ ১৪৪৫
বর্ষ-১২, সংখ্যা-১৬৫

www.dailypurbodesh.com | প্রতিষ্ঠাতা : আলহাজ্ব মাস্টার নজির আহমদ | ৮ পৃষ্ঠা | ৭ টাকা

'সর্বস্তরে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সবাইকে ভূমিকা রাখতে হবে' ৩
প্রবীণ নাগরিক অধিকার সুরক্ষা প্রসঙ্গে ৪
দক্ষিণ জার্মানিতে প্রবল বন্যা ৬
নেপালকে উড়িয়ে দিয়ে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ ৮

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে মাউন্ট এভারেস্ট জয়ী বাবর আলীকে ক্রেস্ট প্রদান করেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা ও প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে মাউন্ট এভারেস্ট জয়ী বাবর আলী

সম্প্রতি চট্টগ্রামের সন্তান বাবর আলী পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট এবং পৃথিবীর চতুর্থ উচ্চতর শৃঙ্গ লোৎসে পর্বত জয় করে ফিরেছেন। মাউন্ট এভারেস্ট হিমালয়ের মহালঙ্গুর হিমাল পর্বতমালায় অবস্থিত। এই শৃঙ্গটি নেপালে সগরমাথা এবং তিব্বতে চোমোলাংমা নামে পরিচিত, সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে যার উচ্চতা ৮,৮৪৮ মিটার। বাবর আলী বাংলাদেশের হয়ে ষষ্ঠবারের মতো মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেন। প্রথমবারের মতো কোনো বাংলাদেশি হিসেবে তিনি লোৎসে (৮৫১৬ মিটার) জয় করেছেন। ৩ জুন বেলা ৩টায় প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে 'বাবর আলীর এভারেস্ট জয়ের গল্প' শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির মাননীয় উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় ট্রেজারার প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান টুটন চন্দ্র মল্লিক। বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন মুন্নার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ডা. বাবর আলী তাঁর মাউন্ট এভারেস্ট ও লোৎসে জয়ের গল্প শোনান। তিনি ২০১৪ সালে প্রথম হিমালয়ে যান উল্লেখ করে বলেন, এভারেস্টের উচ্চতা বেশি, কিন্তু লোৎসে আরোহণ তুলনামূলক কঠিন। এই দুই পর্বতের শিখর থেকে দেখা নিচের পৃথিবীর দৃশ্য এ জীবনে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। আমি এভারেস্ট শীর্ষে এক ঘণ্টা ১০ মিনিট অবস্থান করি। এটা ছিল অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। চূড়া থেকে নেমে আসার সময় এক আহত পর্বতারোহীর জন্য মানবজটের সৃষ্টি হয়। এ কারণে সেখানে প্রায় দেড় ঘণ্টা আটকে থাকতে হয় আমাকে। সেখানে অর্থাৎ সেই উন্মুক্ত এলাকায় শুরু হয় তুষারঝড়ও। তবে বড় কোনো দুর্ঘটনার মুখোমুখি আমাকে হতে হয়নি।

বাবর বলেন, ক্যাম্প-৪ এবং এর ওপরের এলাকায় পর্বতারোহীরা ব্যবহার করেছেন অক্সিজেন সিলিন্ডার। আমি চেষ্টা করেছি অভিযানে যতটা সম্ভব কম কৃত্রিম অক্সিজেন গ্রহণ করতে। এভারেস্ট ও লোৎসে পর্বতে আমার সাথি ছিলেন নেপালের গাইড বাইরে তামাং। বাবর জানান, এভারেস্টে অনেক মরদেহ দেখলেও আমি মনোবল হারাইনি। এর মধ্যে অনেক ইকুইপমেন্ট নতুন, তারা মারা গেছেন বেশিদিন হয়নি। এভারেস্ট সামিট করার ক্ষেত্রে আবহাওয়া বড় ফ্যাক্টর। বাংলাদেশের একজন আবহাওয়াবিদ আমাকে দারুণ সহযোগিতা করেছেন। তিনি 'শিখর থেকে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে আমি নেমে আসি' উল্লেখ করে বলেন, বেসক্যাম্প থেকে কাঠমান্ডু ফিরে আসি মাত্র তিন দিনে। বাবর তার এই সফলতার পেছনে প্রধান কৃতিত্ব তার দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের বলে জানান। বাবর আলী পর্বতারোহণকে সকল খেলার রাজা উল্লেখ করে তার এভারেস্ট ও লোৎসে পর্বতারোহণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা বলেন, অনেক নোবেল বিজয়ীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু এই প্রথম কোনো এভারেস্ট বিজয়ীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। আমি গর্ব অনুভব করছি। প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে আমি তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এভারেস্ট জয়ের ইতিহাসে তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে চট্টগ্রামের নামও খোদিত করলেন। প্রধান অতিথি ম্যালোরি, স্যার এডমন্ড হিলারী ও তেনজিং নোরগে প্রমুখ এভারেস্ট বিজয়ীর কথা তুলে ধরেন। তিনি প্রকৃতি রক্ষার জন্য জলবায়ু সচেতনতার কথা বর্ণনা করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ট্রেজারার প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ বলেন, অজানাকে জানার আগ্রহ মানুষের চিরকালের। এই আগ্রহকে সবাই বাস্তবে রূপদান করতে পারেন না। যারা পারেন, তারা ব্যতিক্রমি মানুষ, বড় মানুষ। এরকমই এক ব্যক্তি হলেন চট্টগ্রামের সন্তান ডা. বাবর আলী। তিনি অনেক বাধা অতিক্রম করে এভারেস্ট ও লোৎসে জয় করেছেন। প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা বাবরের এই দুঃসাহসিক অভিযান থেকে বড় কিছু করার শিক্ষা নিতে পারে। তাকে রোল মডেল হিসেবে বিবেচনা করতে পারে। সভাপতির বক্তব্যে তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান টুটন চন্দ্র মল্লিক বাবর আলীকে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে এসে তাঁর এভারেস্ট ও লোৎসে জয়ের গল্প শোনানোর জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে পাঁচশতাধিক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। বিজ্ঞপ্তি

Ref: Daily Purbodesh, Date: 04 June 2024, Page: 3, Col: 7
https://epurbodesh.com/index.php?page=1&date=2024-06-4

চট্টগ্রাম • মঙ্গলবার • ৪ জুন ২০২৪ • ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ • ২৬ জিলকদ ১৪৪৫ | ৮ পৃষ্ঠা • মূল্য ৭ টাকা | চট্টগ্রাম • রেজি, নম্বর ৪৫০ • বর্ষ ২০ সংখ্যা ২৭৯

২০ বছরে সুপ্রভাত

suprobhat.com | esuprobhat.com | facebook.com/suprobhat

প্রতিটি প্রভাত হোক সুপ্রভাত

সুপ্রভাত

সুপ্রভাত বাংলাদেশ | SUPROBHAT BANGLADESH

৩ নারীদের প্রশিক্ষিত করার প্রতি গুরুত্বারোপ

৫ রাউজানে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর মিছিল থামছে না

৬ টানা চতুর্থ শিরোপা লাল-সবুজের

সিটি করপোরেশন : সম্পদের অপচয় রোধ করুন

ধুলা পরিষ্কারের জন্য ছয়টি গাড়ি পেয়েছিল চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন। কিন্তু দেখা গেল এসব গাড়ি উল্টো ধুলা ছড়ায়। তাই দামি গাড়িগুলো ব্যবহার না করে ফেলে রাখা হয়েছে।

বিস্তারিত ▶ পৃষ্ঠা : ২

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে মাউন্ট এভারেস্ট জয়ী বাবর আলীকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা ও ট্রেজারার প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ

প্রকৃতি রক্ষায় জলবায়ু সচেতন হতে হবে

সম্প্রতি চট্টগ্রামের সন্তান বাবর আলী পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট এবং পৃথিবীর চতুর্থ উচ্চতর শৃঙ্গ লোৎসে পর্বত জয় করে ফিরেছেন।

মাউন্ট এভারেস্ট হিমালয়ের মহালঙ্গুর হিমাল পর্বতমালায় অবস্থিত। এই শৃঙ্গটি নেপালে সগরমাথা এবং তিব্বতে চোমোলাংমা নামে পরিচিত, সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে যার উচ্চতা ৮,৮৪৮ মিটার।

বাবর আলী বাংলাদেশের হয়ে ষষ্ঠবারের মতো মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেন। প্রথমবারের মতো কোনো বাংলাদেশি হিসেবে তিনি লোৎসে (৮৫১৬ মিটার) জয় করেছেন।

০৩ জুন ২০২৪, সোমবার, বেলা ৩.০০টায় প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে 'বাবর আলীর এভারেস্ট জয়ের গল্প' শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির মাননীয় উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা। বিশেষ অতিথি ছিলেন ট্রেজারার প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান টুটন চন্দ্র মল্লিক। বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন মুন্নার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ডা. বাবর আলী তাঁর মাউন্ট এভারেস্ট ও লোৎসে জয়ের গল্প শোনান।

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে এভারেস্টজয়ী বাবর আলী

তিনি ২০১৪ সালে প্রথম হিমালয়ে যান উল্লেখ করে বলেন, এভারেস্টের উচ্চতা বেশি, কিন্তু লোৎসে আরোহণ তুলনামূলক কঠিন। এই দুই পর্বতের শিখর থেকে দেখা নিচের পৃথিবীর দৃশ্য এ জীবনে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। আমি এভারেস্ট শীর্ষে এক ঘণ্টা ১০ মিনিট অবস্থান করি। এটা ছিল অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। চূড়া থেকে নেমে আসার সময় এক আহত পর্বতারোহীর জন্য মানবজটের সৃষ্টি হয়। এ কারণে সেখানে প্রায় দেড় ঘণ্টা আটকে থাকতে হয় আমাকে। সেখানে অর্থাৎ সেই উন্মুক্ত এলাকায় শুরু হয় তুষারঝড়ও। তবে বড় কোনো দুর্ঘটনার মুখোমুখি আমাকে হতে হয়নি।

বাবর বলেন, ক্যাম্প-৪ এবং এর ওপরের এলাকায় পর্বতারোহীরা ব্যবহার করেছেন অক্সিজেন সিলিন্ডার।

আমি চেষ্টা করেছি অভিযানে যতটা সম্ভব কম কৃত্রিম অক্সিজেন গ্রহণ করতে। এভারেস্ট ও লোৎসে পর্বতে আমার সাথি ছিলেন নেপালের গাইড বাইরে তামাং। বাবর জানান, এভারেস্টে অনেক মরদেহ দেখলেও আমি মনোবল হারাইনি। এর মধ্যে অনেক ইকুইপমেন্ট নতুন, তারা মারা গেছেন বেশিদিন হয়নি। এভারেস্ট সামিট করার ক্ষেত্রে আবহাওয়া বড় ফ্যাক্টর। বাংলাদেশের একজন আবহাওয়াবিদ আমাকে দারুণ সহযোগিতা করেছেন।

তিনি 'শিখর থেকে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে আমি নেমে আসি' উল্লেখ করে বলেন, বেসক্যাম্প থেকে কাঠমান্ডু ফিরে আসি মাত্র তিন দিনে। বাবর তার এই সফলতার পেছনে প্রধান কৃতিত্ব তার দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের বলে জানান। বাবর আলী পর্বতারোহণকে সকল খেলার রাজা উল্লেখ করে তার এভারেস্ট ও লোৎসে পর্বতারোহণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা বলেন, অনেক নোবেল বিজয়ীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু এই প্রথম কোনো এভারেস্ট বিজয়ীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। আমি গর্ব অনুভব করছি। এভারেস্ট জয়ের ইতিহাসে তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে চট্টগ্রামের নামও খোদিত করলেন। প্রধান অতিথি ম্যালোরি, স্যার এডমন্ড হিলারী ও তেনজিং নোরগে প্রমুখ এভারেস্ট বিজয়ীর কথা তুলে ধরেন। তিনি প্রকৃতি রক্ষার জন্য জলবায়ু সচেতনতার কথা বর্ণনা করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ট্রেজারার প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ বলেন, অজানাকে জানার আগ্রহ মানুষের চিরকালের। এই আগ্রহকে সবাই বাস্তবে রূপদান করতে পারেন না। যারা পারেন, তারা ব্যতিক্রমি মানুষ, বড় মানুষ। এরকমই এক ব্যক্তি হলেন চট্টগ্রামের সন্তান ডা. বাবর আলী।

Ref: Daily Suprobhat Bangladesh, Date: 04 June 2024, Page: 4, Col: 3
https://esuprobhat.com/index.php?page=1&date=2024-06-4